



মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd
১৩-১৪, জয়নাগ রোড, বকশী বাজার, ঢাকা- ১২১১

বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং : ১/খ/বৃত্তি/২০০৫/...২...৫

তারিখ : ১২/১০/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বোর্ডের “মেধা বৃত্তি” ও “সাধারণ বৃত্তি” প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্র নং- ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০১.২১-২৯৩, তারিখ : ১১-১০-২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নেবর্ণিত শর্তে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের “মেধা বৃত্তি” ও “সাধারণ বৃত্তি” প্রদান করা হলো। সরকারি নিয়ম ও নীতিমালা অনুযায়ী এ বৃত্তির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বৃত্তি প্রদানের সময় নিম্নেবর্ণিত নিয়ম ও নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

শর্তাবলি :

- (১) (ক) বৃত্তির গেজেটে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের প্রত্যয়নপত্র প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিধি মোতাবেক বৃত্তির অর্থ উত্তোলন করতে হবে।
- (খ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সন্তোষজনক পাঠোন্নতি সাপেক্ষে বৃত্তি প্রদান করা হবে।
- (গ) কোন শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হলে বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
- (ঘ) এ বৃত্তিগুলোর সংখ্যা, হার ও মেয়াদ আপাত নির্ধারিত। প্রয়োজনবোধে সরকার কোন কারণ না দেখিয়েই তা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে।
- (২) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মঞ্জুরি (অনুমোদন) প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বৃত্তি কার্যকর হবে। মঞ্জুরি (অনুমোদন) প্রাপ্ত নয় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বৃত্তি কোনক্রমেই কার্যকর হবে না। কারণ সরকারি আইন অনুযায়ী অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য নয় এবং অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকাল পাঠ বিরতি (ব্রেক অব স্টাডি) হিসেবে গণ্য হবে।
- (৩) সকল বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবি করতে পারবে না। তাদের নিকট মাসিক বেতন দাবি করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- (৪) (ক) মেধা বৃত্তি প্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা ও সাধারণ বৃত্তি প্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসিক

৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

(খ) বইপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অনুদান হিসেবে মেধা বৃত্তি প্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিবৎসর ৯০০/- (নয়শত) টাকা ও সাধারণ বৃত্তি প্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিবৎসর ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা এককালীন অর্থ সাহায্য পাবে।

(৫) “মেধা বৃত্তি” ও “সাধারণ বৃত্তি” সরকারি নির্দেশনামতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের মধ্যে ৫০% বন্টনকৃত। এ বৃত্তিগুলোর মেয়াদ ২০২৬ সালের জুলাই মাস হতে ২০২৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ০২ (দুই) বছর।

(৬) (ক) সকল বৃত্তিই কেবল নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মেধানুসারে এবং নীতিমালার অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রদান করা হবে। কোন ভাবেই অনিয়মিত শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবে না।

(খ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীগণকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(৭) এ বিজ্ঞপ্তিতে বৃত্তির তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীগণ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করলে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। সরকারি নির্দেশ অনুসারে কোন শিক্ষার্থী একসাথে একাধিক বৃত্তি ভোগ করতে পারবে না।

(৮) সরকারি আদেশ মোতাবেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাবৃত্তি বন্টিত হবে। বৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা সর্বনিম্ন জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা হয়েছে।

(ক) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হলো।

(খ) একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করা হলো।

(গ) ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করা হলো।

(ঘ) ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হলো।

(৯) বৃত্তির গেজেটে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির বরাদ্দকৃত অর্থ G2P পদ্ধতিতে EFT এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাবে প্রেরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ তফসীলভুক্ত অনলাইন সুবিধা সম্পন্ন ব্যাংকে একাউন্ট খুলে হিসাব নম্বর ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

(১০) বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নিয়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তৎক্ষণাতঃ সংশ্লিষ্ট দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ বৃত্তি বদলীর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলিসহ অবশ্যই বোর্ডকে জানাবেন। অন্যথায় প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাবে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির টাকা সময় মত তোলা না গেলে সেজন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণই দায়ী থাকবেন।

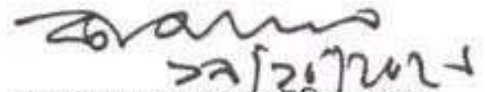
(১১) কোন কারণে অর্থ বছরের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের তামাদি (বকেয়া) বৃত্তি প্রদান করা যাবে।

(১২) এ বিজ্ঞপ্তিতে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা বোর্ডের থাকবে। প্রয়োজনবোধে কোন রকম কারণ না দেখিয়ে বৃত্তি বাতিল করার ক্ষমতা বোর্ডের থাকবে। বৃত্তির টাকা প্রদানের পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এ মর্মে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবেন যে, তারা বোর্ডের বৃত্তি

সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলবে। অন্যথায় বৃত্তির টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

- (১৩) “মেধা বৃত্তি” ও “সাধারণ বৃত্তির” ব্যয় রাজস্ব বাজেটের ১২৫০২০১-১০৮৭৬২-৩৮২১১১৭ বৃত্তি/মেধা বৃত্তি খাত হতে নির্বাহ করা হবে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০১.২১-২৯৩, তারিখ : ১১-১০-২০২৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির টাকা ২০২৬ সনের ১লা জুলাই হতে ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে তুলে বিতরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে



প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার

সচিব

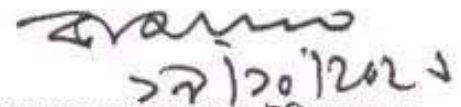
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

নং : ১/খ/বৃত্তি/২০০৫/.....২৭

তারিখ :/...../২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

- (১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- (২) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ;
- (৩) পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর (তথ্য দপ্তর), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(বিজ্ঞাপ্তিটি দৈনিক পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে খবর হিসাবে প্রচার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল) ;
- (৪) মহা-হিসাবরক্ষক, বাংলাদেশ, ঢাকা ও সকল জেলার হিসাবরক্ষণ অফিসার
(বৃত্তির টাকার বিল পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাাদি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।) ;
- (৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা ;
- (৬) তত্ত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(বিজ্ঞাপ্তিটি গেজেট আকারে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো) ;
- (৭) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা/রাজশাহী/যশোর/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/বাকশিবো
ও রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ;
- (৮) সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (নীতিমালাটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের
অনুরোধসহ)
- (৯) বাংলাদেশের সকল ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারি/জেলা/থানা/হিসাবরক্ষণ অফিসার (বৃত্তির টাকার বিল পরিশোধের প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থাাদি সম্পন্ন করার জন্য তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।) ;
- (১০) বাংলাদেশের সকল স্কুল/কলেজ, পলিটেকনিক, টেক্সটাইল ও সার্ভে ইনস্টিটিউটস, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা
ইনস্টিটিউটস এর প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ।



প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার

সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা